International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

কবিতাগুচ্ছ

- **Parthiva Sinha, Bankura Sammilani College, Bankura, West Bengal**

প্রেমের কবিতা

প্রেমের কবিতা অনেক লিখেছি আমি, অনেকের জন্য,
প্রেমের কবিতা লিখবে কি তুমি, একটা আমার জন্য?
মনের যত অব্যক্ত ভাষা ব্যক্ত করে দাও,
হৃদয় দিয়েই মনের মানুষ, প্রিয়তমা খুঁজে নাও।
মানুষ এখন বড় বিচিত্র, ছোটে অর্থের পিছু,
অর্থের কাছে তুমিও কি প্রিয়া করবে মাথা নিচু ?
পাখীরা কেমন উদার আকাশে স্বাধীন ভাবে ওড়ে,
স্বার্থপর মানুষেরা শুধু অর্থের লেগে মরে!
শুনেছি এখন অর্থ দিয়েই পাওয়া যায় সব কিছু,
তাই হয়তো অর্থের কাছে করে সব মাথা নিচু।
বিবেকবান স্বাধীনচেতারা, চান মান সম্মান,
কারণ তাঁদের চেতনা আছে, আছে সম্ভ্রম জ্ঞান।
যদিও এমন মানুষ এখন সংখ্যাই খুবই কম,
মান-সম্মান বিবেক বোধ, আছে জ্ঞান সম্ভ্রম।
আমাকে প্রকৃত মানুষ ভেবে, যদি প্রেমের জ্যোৎস্না নামে,
লিখে পাঠিও তবে একটা কবিতা, প্রিয়তমা মোর নামে।

তোর ছবি

অনেকদিন পরে দেখা কলেজ গেটের কাছে,
তোরই কথার প্রথম সুর হৃদয়ে বিরাজে।
কি কারণে বন্ধ হল কথা তোর সাথে ?
ভেবেছিলাম হাতটা রাখব প্রথম তোর হাতে।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

হোলোনা তা , বন্ধ হল তোর সাথে সবকিছু,

ভেবেছিলি, আমি ঘুরব তোর পিছু পিছু।

তোর জন্য কষ্ট পেলেও ঘুরিনি তোর পিছু,

ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় মাথা আজও উঁচু।

তবুও তোকে ভুলতে আজও পারিনিরে রাণী,

জানিরে তুই সবার সেরা , হবি "মহারাণী " ।

তাইতো আজকে নিজের থেকে বললাম " কিরে ভালো " ?

তুই যে আমার মন্দ আঁখির অন্ধকারের আলো ।

জবাবে তুই হ্যাঁ বলে চললি পিছু পিছু,

তোরও কিন্তু মাথাখানি ছিল তখন নিচু।

তোর সাথে প্রেমের কথা বলতে চাইল মন,

সত্যি বলছি হৃদয়ে তুই একান্ত আপন।

তোকে নিয়ে আমি আজকে ব্যর্থ প্রেমের কবি,

পার্থিবের এই হৃদয় মাঝে আঁকা তোরই ছবি।

তোকে ভেবেই অশ্রু ঝরে, হৃদয় কথা বলে,

তোকে আমি দেখতে পাই যে প্রেমের শতদলে।

ছাড়লে কী আর

ছাড়লে কী আর কথা হবে বন্ধু তোমার সনে,

এসো বন্ধু হাতটি ধরো আনন্দিত মনে।

যদিও আজ প্রেমের আকাশ অন্ধকারে ঢাকা,

কেটে যাবে মেঘ, উদিত হবে ,এক ফালি চাঁদ বাঁকা।

বাঁকানো চাঁদের সরু ফালিটি জানি তুমি ভালোবাস,

আমার কথা ভেবেই তুমি তার পানে চেয়ে হাসো।

প্রতিদিন তুমি দেখ চাঁদটিকে প্রতিদিন তুমি ভাব,

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

একই পাত্রে জীবন মদিরা পান করে মোরা যাব।

এমনি করে ভাবতে ভাবতে পূর্ণিমা এসে যায়,

বাঁকা চাঁদের সরু ফালিটি কোথায় হারিয়ে যায়।

সেই ফালিটির কথা কে ভাবে, পূর্ণিমার চাঁদ পেলে,

বাঁকাচাঁদহারিয়েযায়, দারুণ অবহেলা,

মানুষের জীবনেও ঠিক একইরকম ভাবে,

পূর্ণচন্দ্রকে কাছে পেলে ,অর্ধচন্দ্র হারাবে।

সবাই মানে এই রীতি,এই রীতিতেই চলে,

আমি কিন্তু এখনো রয়েছি, পুরনোয় পাখা মেলে।

আমার কাছে সব চেয়ে বড় "আদর্শ" ও "ভালোবাসা",

আদর্শ নিয়ে থাকব বেঁচে, নেই" দুঃখ" ও "হতাশা"।

ভালোবাসা

কৃষ্ণের বাঁশি বাজেনা তো আর, রাধাও আসেনা ঘাটে,

রাখাল বালক করেনাকো খেলা, রূপকথার মাঠে।

তেপান্তরের মাঠ বলে আজ নেইতো কোনো কিছু,

রাজপুত্রও ঘোরেনা আর, রাজকন্যার পিছু।

এখন সবাই হোয়াটসঅ্যাপে, অথবা ম্যাসেঞ্জারে,

একজনাকে ভালোবেসে কারো কি মন ভরে ?

প্রেমগুলো আজ ঠুনকো বড় , গেটআপদিয়ে মোড়া,

যার গেটআপ যত সুন্দর, সেইতো তত সেরা।

শূন্য হিয়া কেন বল প্রিয়া, কেন বল তুমি একা ?

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

সত্য পথে থাকলেই পাবে, প্রিয়তমার দেখা।

" ভালোবাসি " শব্দটা আজ জটিল ধাঁধার মত,

এই কথাতেই মৃত্যু ঘটে আবেগ আছে যত।

চীন দেশেতে তৈরী এখন ঠুনকো ভালোবাসা,

ঠুনকো ভালোবাসার প্রতি কোরোনা প্রত্যাশা।

ভালোবাসা সত্যি এখন চাইনা বস্তুর মত,

সকালে শুরু হলেও হোতে পারে সন্ধ্যা বেলায় গত।

দু আনার জীবন

রাত কাটে দিন কাটে, কাটে বছর মাসও,

মন চাইছে এবার প্রিয়া, একটু ভালো বাসো।

বাইশটি বসন্ত আমি করেছি যে গত,

পথ চেয়ে বসে আছি, তুমি এলেনা তো !

সরল মানুষ হলে সবাই বলে হাঁদারাম,

সত্যবাদী সৎ মানুষের, আজকে তো নেই দাম।

জানি টাকা সব কিছু নয়, তবুও টাকাই সব,

টাকা থাকলে সবাই পাশে করবে কলরব।

ডিগ্রিধারী যোগ্যরা আজ রয়েছে ফুটপাতে,

মরছে তারা দেনার দায়ে, ঘুমনেই যে রাতে।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

টাকা দিয়ে চাকুরী কিনলে সমাজ দেয় দাম ,

টাকার জন্য যোগ্য ছেলের ঝরছে মাথার ঘাম।

আমাদের এই ভদ্র সমাজ, দেয় কি তাদের দাম ?

যতই কষ্ট পাক না বাবা, সদাই হাসি মুখ,

ভাবছে বাবা যোগ্য ছেলে আনবে ঘরে সুখ।

আমি জানি মিথ্যে এসব, আসবে নাতো সুখ।

বাবা-মায়ের মতো ধরায়, কে আর প্রিয়জন,

তাদের মত এই ধরাতে হয়না কেউ আপন।

ভালোই কাটছে 'দুআনার এই জীবন' খানি নিয়ে,

ছোট্টো গল্পের কাটবে জীবন, এই ভাবেই গো প্রিয়ে।

প্রতিবারই বৃষ্টি আসে নতুন করে,

বৃষ্টি এলেই তোমার কথা মনে পড়ে।

জানি বৃষ্টি মেঘকে খুবই ভালোবাসে,

মেঘের কথায় বৃষ্টি ধরায় নেমে আসে।

মেঘ-বৃষ্টির ভালোবাসাও প্রেম কাহিনী,

"ছিল- আছে- থাকবে", আমি জানি রানী।

যখন দেখি ঘন কালো মেঘ আকাশে,

তোমায় আমি চাইযে আমার বুকের পাশে।

রূপকথার দেশ থেকে, তুমি কাছে এসো,

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

আমায় ভালোবেসে প্রিয়া একটু হাসো।

প্রিয়তমা, তোমার প্রেমের পরশখানি,

আমার মনে জাগায় নতুন আশার বাণী।

সাত জন্মের প্রেম-প্রীতির বন্ধন খানি,

ছিঁড়তে চাও কী? প্রিয়তমা অভিমানী!

নারী

নারীর গর্ভেই তোমার প্রাণের স্পন্দন শুরু হল,

নারীই তোমায় কষ্ট করে ধরায় জন্ম দিল,

জন্মের পর নারীর কোলেই চোখ মেলে তাকালে,

নারীর বুকের সুধা পান করে তিলেতিলে বড় হলে।

বড় হয়ে তুমি অদ্ভুত ভাবে শুধলে নারীর ঋণ,

ভালোনাবেসে তাকে করে দিলে অসহায় এবং হীন।

যখন কোনো জ্ঞানী বলে নারী নরকের দ্বার,

তখন হাসি আর মনে মনে ভাবি, জন্ম কে দিল তোমার!

বিরাট বড় ডিগ্রিধারী, খুব বড় দার্শনিক,

পারবে ধরতে সন্তান গর্ভে সপ্তাহ খানিক?

আমার লেখা পড়ে বলবে শোন ওরে পাগল,

সন্তান পুরুষ ধরেনা, কেন এমন বলিস বল।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

জানি আমি ভালো করে জানি তোমার কথা খানি,

সন্তান না ধরে পাঁচ কেজি পাথর, পেটে বাঁধো দিখিনি।

পাঁচ কেজি পাথর বেঁধে সপ্তাহ দুয়েক ঘোরো,

তাহলেযদিনারীরকষ্টএকটুবুঝতেপার।

সামান্য একটা কাঁটা ফুটলে যন্ত্রণাতে মর,

বোঝোনা তুমি প্রসব যন্ত্রণা কতটা গুরুতর!

শোনো বন্ধু বলবেনা আর নারী নরকের দ্বার,

নারীকে মাথার তাজেতে বসাও কর গলার হার।

পুরুষের পাপে ডুবছে যে আজ বিশ্বচরাচর,

নারীই পারে পুরুষকে নিয়ে বাঁধতে সুখের ঘর।

পার্শ্ব ফিরে শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর,

নারী আর নিচে থাকবেনা জেনো, এবার থাকবে নর।

বিশ্ব আজ

বিশ্ব আজকে মজে রয়েছে বিজ্ঞাপনে,

বিজ্ঞাপন যাঁর বেশি তাঁকে সবাই চেনে।

তাই তো যাঁদের হৃদয়ে জ্বলছে জ্ঞানের মশাল,

যাঁরা প্রকৃত মানুষ, যাঁদের হৃদয় বিশাল,

তাঁরা আজকে কল্কে পাননা এই সমাজে,

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

এখন যে ভাই সবাই বিজ্ঞাপনে মজে।

মানুষ জন্ম নিলেই মানুষ হয়না জানি,

মহান উদার হৃদয়বাণকে মানুষ মানি।

ভবতারণ মণ্ডল

ভবতারণ মণ্ডলের সোহাগ মাখা ভাষা,

মনে আমারপ্রেরণা দেয়, জাগায় নতুন আশা।

সত্যিকারের ভালোবাসাকে কি সীমানায় বাঁধা যায় ?

বহু দূরে থেকেও আপনার ভালোবাসা তাই পাই।

আজকে আপনার উদার মন পৃথিবীকে ছেড়ে ,

চন্দ্রযানে চড়ে পৌঁছে গেছে চাঁদের ঘরে।

তাই পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছবেনা কেন?

আপনারভালোবাসায়আমি প্রজ্জ্বলিত যেন।

রুবি রায়কে একটা কথা জানিয়ে দিয়ে যায়,

আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, অন্য কিছুনা চাই।

কবিতাতে পরিচয় আর কবিতাতেই দেখা,

কবিতা ছাড়া সত্যিকারের আমি বড় একা।

আমি আমার একার পথে একা একাই যাই,

ভাবি যদি একার পথে তোমার দেখা পাই ।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

তুমি মানে অন্য কেউ নও আমার স্বপ্নের রানী,

যাকে আমি কল্পনাতে প্রিয়তমা বলে মানি ।

শ্রদ্ধেয় ভবতারণ মণ্ডল হয়তো অবাক হয়ে যাবেন,

হয়তো তিনি নতুন কোনো সান্ত্বনা শোনাবেন।

আসলে জীবন মোদের স্বল্পস্থায়ী সময় দিয়ে মোড়া,

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যস্ততা আগা গোড়া।

দেখতে দেখতে এই জীবন যে কখন পেরিয়ে যাবে,

চিন্তা করে কৈশোর কাল আর কি ফিরে পাবে?

তাই কৈশোর থেকে যৌবন আমি প্রেমে মুড়তে চাই,

কি হবে কুমারী নারী! আমি প্রেমময়ী কেই চাই ।

জীবন থেকে হারিয়ে

জীবন থেকে হারিয়ে গেছে ছোট্ট বেলার খেলা,

তোর সাথে বসে বসে প্রাণ খুলে কথা বলা।

হারিয়ে গেছে তোর উৎপাত, আমার উপর রাগ,

হারিয়ে গেছে মান অভিমান, সকল অনুরাগ ।

বেশ তো ছিল ছোট্টবেলা, ছিলনা তো কোনো জ্বালা,

কেন বড় হলাম আমি, গাঁথলি তুই সন্দেহের মালা ।

তুই যে আমার অনেক কাছের, অনেক আপনজন,

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

তোকে আজও খুঁজে বেড়ায়, আমার দুখি মন।

আজও মনে পড়ে তোর মায়ের হাতের খাবার,

তোর বাবা মার ভালোবাসা, আচার ও ব্যবহার।

তোর নিয়ে কেউ বললে পরে, রুখে যেতাম আমি,

তুই বিশ্বাস না করলেও, জানেন অন্তর্যামী।

আজ থেকে দশবছর পর

আমি বেঁধেছি আমার ছোট্ট ঘর,

কর্মব্যস্ত সংসার জীবনের মাঝে,

মন লাগেলা সে দিন কোনো কাজে,

কলম খাতা হাতে নিয়ে গিয়ে,

ঘরের থেকে একা একা বেরিয়ে,

হাজার লোকের কাজের ভিড়ের মাঝে,

বান্ধবী, তোকে দেখলাম, নববধূর সাজে|

মনটা আমার খুশিতে ভরে গেল,

মুখে কথা নেই, পা দুটো এগিয়ে চলিল,

কিছুদূর গিয়ে সহসা দেখতে পাই,

আর এক বান্ধবী বসে আছে সেথায়।

রাস্তার ধারে পানীয় জলের লাগি,

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

চেহারা দেখে মনে হয় হত ভাগী।

বুকের ভিতর যন্ত্রণা বাড়ি'ল,

পা দুটো তার কাছেতে চলিল।

তার কাছে গিয়ে হেসে বলি তুই হেথা!

মোরে দেখে সে হেসে বলে কত কথা |

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে পরে,

এগিয়ে চলেছি রাস্তার বাঁক ধরে।

কিছু দূরে গিয়ে দেখি এক মহিয়সী,

কোন এক রানী বসে আছে এলোকেশী।

রাজপ্রাসাদের মতো যেন তার বাড়ি,

অম্বরভেদী হয়ে আছে সোজা খাড়ি |

ইতস্তত পায়ে, বলি তার কাছে গিয়ে,

দেখো মোর পানে একটু তাকিয়ে।

চিনতে পারো কী?আমি যে পার্থিব,

হেসে বলল সে, এসেছিস সদাশিব!

কথাবার্তার পর বিদায় নিলাম,

আবার কিছুটা পথ এগিয়ে গেলাম।

এবার কিন্তু রাস্তাগুলো ক্রমে বিভাজিত হয়ে,

এদিক ওদিক বহুদিকে যেন পড়েছে ছড়িয়ে।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

কোন পথে যাব মোর মন ভাবায়,

তারই মধ্যে এগিয়ে চলি আমি গুটি গুটি পায়।

কিছুদূর গিয়ে দেখি ছোট ছোট বাড়ি,

আসাস্থ্যকর পরিবেশ যেন দিচ্ছে গড়াগড়ি!

সেখানে দাঁড়িয়ে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খাই,

মন মোর হেথা খুব উদাস হয়ে যায়।

আর কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই,

সুন্দরী সব কামিনী এসে করে মোরে জোরাজোরি ,

আমি বলি,ছাড় মোরে সবাই,

ভদ্র লোকের সাথে, এমন করতে নাই।

সহসা সেথা এক বান্ধবীকে দেখি,

অবাক হয়ে বলি তুই এখানে একি!

হাতটা ধরে আদর করে বলে ক্রন্দেনরতা,

এখানে আমাকে নিয়ে এসেছে ভাগ্যবিধাতা |

আর কোনো প্রশ্ন না করে,

আদর করে তার হাতটি ধরে.

বললাম চল তোর ঘরে আমি যাব,

আজকে আমি চরিএ হীন হব।

তার সাথে বসে বলি নানা কথা,

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

ছোট্ট বেলার যত ছিল যা রূপকথা।

সে হাতটা ধরে আদর করে বলে,

পার্থিব তুই সত্যি ভালো ছেলে।

আমি বলি তুই মোর যে আপনজন,

তুই যে আমার আদরের ছোট বোন।

ফিরার সময় পকেটে হাত দিয়ে,

তাকে কিছু টাকা দিতে গিয়ে,

দেখি আমার পকেটটা যে একেবারে খালি!

সংসার মোর চলে কোনো ক্রমে দিয়ে জোড়াতালি।

ফেরার সময় তাকে কী দেব ভাবি,

মনটা তাকে দিতে চায় আমার সবি।

কলেজ লাইফে বাবার দেওয়া গলার সোনার হার,

সেদিন আমি ভালোবেসে তাকে দিলাম উপহার।

প্রণাম নজরুল

মাতা ছিলেন জাহেদা খাতুন পিতা কাজী ফকির,

তাঁদের সন্তান কাজী নজরুল বিদ্রোহী মহাবীর।

দিব্য দৃষ্টি সুন্দর আঁখি মাথায় বাবরী চুল,

প্রণাম তোমায় কাজী নজরুল বাংলায় ফোটা ফুল।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

মুসলিম হয়েও সকল ধর্মে অগাধ তোমার জ্ঞান,

ন্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী দেশপ্রেমিক মহান।

হাতে তোমার অগ্নী বীণা, চির উন্নত শির,

তোমাকে নিয়ে গর্বিত মোরা, তুমি বিদ্রোহী বীর।

পিতার অকাল প্রয়ানে তুমি ধর সংসার হাল,

অদম্য তেজ সাহসের কাছে হেরে গেলো মহাকাল।

লড়লে তুমি,ধরলে তুমি " বাসুকীর ফনা জাপটি ",

ধরলে তুমি " জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি "।

আজ যেখানে প্রয়োজন হয় অধিকার প্রতিষ্ঠার,

সমবেত হয়ে তোমার গানেই হই মোরা সোচ্চার।

কেড়েছিল যারা অন্যায় ভাবে অসহায়দের গ্রাস,

তোমার "রক্ত লেখা "য় তাদের হয়েছে সর্বনাশ।

আমার হৃদয়ে ,মানসিকতায়, চেতনায় নজরুল,

গর্বিত আমি নজরুল এই বাংলায় ফোটা ফুল।

করজোড়ে আজ দোয়া করি, হে প্রভু দয়াময়,

আমার গুরু নজরুলের যেন, "বেহেস্ত নসীব হয় "।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

রিসার্চ পেপার

রিসার্চ পেপার নিয়ে সবাই চিন্তারত কত,

দিন গুলো সব যাচ্ছে কেটে দ্রুত।

রিসার্চ পেপার থেকে কারো নেইকো পরিত্রাণ,

রিসার্চ পেপারে ব্যস্ত সবাই, ভুলেছে প্রেমের গান।

সবাই যেন স্বেচ্ছাবন্দী দুখের জতুগৃহে,

আজকে কেউ চাইছে নাকো পড়তে প্রেমের মোহে।

সবাই ভুলে যাচ্ছে সবার প্রেমের অঙ্গীকার,

রিসার্চ পেপার নিয়ে হৃদয় যন্ত্রণাতে ভার।

আমি কিন্তু এসব নিয়ে চিন্তিত নই মোটে,

আমার হৃদয়ে প্রেমের ফল্গুধারা আজও ছোটে।

প্রেমের ফল্গুধারা আজকে উগ্র তুফান তোলে,

ক্ষুদ্র আমার জীবন উগ্র প্রেম তুফানে দোলে।

গভীর রাতে হোয়াটসঅ্যাপে প্রিয়ার ম্যাসেজ দেখে,

আনন্দেতে মন প্রাণ হৃদয় ভরে সুখে।

গভীর রাতে , ''প্রিয়তমা তুই কেমন খেলা খেলিস " ?

ভালোবেসে কেন এত মিষ্টি কথা বলিস ?

তোর ম্যাসেজে আবেশেতে বন্ধ রাখি আঁখি,

আদুল গায়ে তোর প্রেমেরই উগ্র সোহাগ মাখি।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

বাংলা

বাংলা আমার মায়ের ভাষা তাই তো ভালোবাসি,ভয় পাইনা বলে বলুক আমায় বাংলাদেশী।

বাংলা ভাষায় দিই যে আমি আমার পরিচয় ,বাংলাদেশে জন্মেছি তাই নেই কো কোনো ভয়।

আনন্দেতে আত্মহারা বাংলা ভাষা শিখে,বাঙালি বলে দিই পরিচয় গর্বে চারিদিকে।

আগের মতো বাঙালি জাতি প্রতিবাদী আজ নয়,তবুও আমি খাঁটি বাঙালি এটাই পরিচয়।

বাঙালি আজ ভুলতে চায় বাংলা ভাষায় গান,পপ র‍্যাপ আর ইংলিশ কে দিচ্ছে উচ্চেস্থান।

হিন্দী বা ইংরেজী গান শুনতাম আমি আগে,সেসব কথা মনে পড়লে খুবই লজ্জা লাগে।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলের গান শুনলে ভাই,খোদার কসম সত্যি বলছি সব চেয়ে শান্তি পাই।

তোমার লেখা পড়ে বন্ধু লাগল খুবই ভালো,ঈশ্বরপ্রেম অন্ধকারে জাগায় মনে আলো।

এই দুনিয়ার সবকিছুই শুধু বাড়ায় মায়া,এই দুনিয়ায় কোথায় পাব প্রকৃত প্রেমছায়া।

মর্ত্যনারীর প্রেমগুলো আজ সত্যি ছলনাময়,তাই তো কারো হাতটা ধরতে লাগে গো বন্ধুভয়।

প্রেমিক মন আস্তে আস্তে পাথর হয়ে গেছে,এই পৃথিবীর সবকিছুই আজ লাগছে বন্ধু মিছে।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

ভালোবাসি

দুবছর পর নিশি স্বপ্নে দেখলাম তোর মুখ,ছোট্ট বেলার স্মৃতি ভেসে এলো, মন প্রাণ নিশ্চুপ।

যোগাযোগহীন লকডাউনে মনটা ভীষণ দুঃখে ভার,একটা প্রশ্নের জবাবদিবি? সত্যি বলবি তুই কার ?

ভুলতে পারিনি এখনোরে তোর সেই মায়া ভরা মিষ্টিডাক,তোর সাথে কথা বলতে গেলেই, আমি হয়ে যেতাম নির্বাক!

ক্রমে ক্রমে শৈশব থেকে কৈশোর এতে গিয়ে,তোর কথা মনেতে আসে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে।

তোর নিয়ে কেউ কুৎসা গাইলে হতাম প্রতিবাদী,ভাবতাম তোকে প্রাণের বন্ধু, অনন্ত-অনাদী।

পূর্ণিমাতে সিন্নি খেতাম তোর মায়ের হাতে,তার সুমিষ্ট স্বাদের গল্প করতাম প্রভাতে।

আজও পূর্ণিমা রাতে মনের গাঙেতে যখন জ্যোৎস্না থামে,লিখে ফেলি আমি প্রেমের কবিতা এখনো তোরই নামে।

তোকে আমি খুব ভালো করে চিনি, তোকে নিয়ে বাঁধি সুর,ভাবিনি কখনো সাথী হবি তুই, সে ভাবনা বহুদূর।

অনেক স্বপ্ন ছিলো তোকে নিয়ে, তোকে যে ভালোবাসি,আমার কল্পনার প্রেম যমুনায়, তুই যে মিষ্টি হাসি।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

প্রেম

আমার প্রেমের গোলাপবাগে বিরাজ কর তুমি, তোমায় কত ভালোবাসি জানেন অন্তর্যামী।

আমার প্রেমের রক্তগোলাপ তোমার নামেই লেখা, কেমন করে পড়বে তাকে যায়কি চোখে দেখা?

আমার প্রেমের গোলাপবাগে ঘুরতে আসো রোজ, আমার হৃদয় কেমন আছে নিয়েছ কি তার খোঁজ ?

চাইনা কারো হৃদয় ভিজুক চোখের নোনাজলে, প্রেমের সুরমা লাগুক চোখে দেখব কৌতুহলে।

ভালোবেসে আমি হবো তোমার অঙ্গের শাড়ি, জড়িয়ে তোমায় থাকবো আমি হোক না বাড়াবাড়ি।

আমার প্রেমের কলম যখন লিখে তোমায় প্রিয়া, একটুও কি ভিজেনা হৃদয় কাঁদে না তোমার হিয়া ?

চাইনা আমি বাঁধতে তোমায় প্রেমের বাহুডোরে, পরজন্মে বাসব ভালো তোমায় হৃদয় ভরে।

পারিনিগো ছুটতে প্রিয়া কারো পিছু পিছু, পাছে হারে মর্যাদা মোর মাথা হয়ে যায় নিচু।

ছদ্মবেশে থেকেও আজও তোমায় ভালোবাসি, আমার প্রেমের রক্ত গোলাপ হয়নি এখনো বাসি।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

কালো মেয়ে

ঘরে বসেই মনটা ঘোরে কত দেশে দেশে,

বিশ্ব ঘুরে মনটা ফেরে আবার সন্ধ্যা শেষে।

কত দেশে ঘোরে যে মন, দেখে কত মুখ,

কারো মুখই দেয়না আমায় চরম তৃপ্তি সুখ !

গোলাপের ন্যায় মিষ্টি রঙের কত নারী দেখি,

সবার ঠোঁটেই মিষ্টি হাসি, আসল কারো মেকি।

সারা বিশ্ব ঘুরে মনটা ফেরে বাংলাদেশে,

পাগল মনটা বন্দী হয় যে কালো মেয়ের কেশে।

দখিণ বায়ে ঢেউ খেলে তার সুন্দর কেশ,

অনেক দিন পরেও থাকে মনেতে তার রেশ।

কালো মেয়ের চোখের চাউনি হৃদয়ে বাড়ায় টান,

কালো মেয়ের মিষ্টি হাসি জুড়িয়ে দেয় প্রাণ।

ওহে কালো মেয়ে তুমি যাবে আমার ঘর?

তোমায় দেখে জুড়িয়ে যায়, 'এ মন প্রাণ অন্তর '।

কালো মেয়ে তুমিই সেরা বিশ্বজগৎ 'পরে,

তোমায় আপন করতে চাই, যাবে আমার ঘরে ?

আমার ঘরটি ছোট্ট অতি, ভালোবাসায় মোড়া,

কল্পনাতে রাঙা সে ঘর, স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

তুমি এলে তোমায় নিয়ে সাজাব সে ঘর,

সবাই তোমার আপন হবে, হবে না কেউ পর।

আমার ভালোবাসা তোমার কল্পনার অতীত,

আমার বুকে রাখলে মাথা শুনবে প্রেমের গীত।

কালো মেয়ে তুমি হলে সবার চেয়ে ভালো,

আমার প্রেমের কল্পনাতে তুমি রঙিন আলো।

ঈদ

আসুক যতই অতিমারীআসুক কষ্ট বিসম্বাদ,হাসি মুখে জয় করবসঙ্গে খোদার আশীর্বাদ।

ঈদের খুশিতে মাতব মোরাসব কিছুকে ছাড়ি, খোদার আশিসে জয় করবঅতি মহামারী।

দেখছো না প্রিয়া হাসছে কেমনঐ আকাশে চাঁদ,জয় করব সব কিছুকেইপাতুক করোনা ফাঁদ।

মানুষের মনে বইছে খুশিপারেনি তা নিতে কাড়ি,মাতবে মানুষ ঈদের খুশিতেকি করবে মহামারী ?

জীবিকার তরে এসেছিলো যারাগ্রাম থেকে শহরে,ঈদের খুশি বুকে নিয়ে আজফিরছে তারা ঘরে।

সব ধর্মের মানুষ ঈদে আনন্দেতে মাতে,কোলাকোলি করে কেমনসবাই সবার সাথে।

যখন দেখি ঈদের মাঝেউলঙ্গ শিশু ঘোরে,দুঃখে হৃদয় কাঁদে এই ভেবেঅভাব তাদের ঘরে।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

তাদের দুঃখ পারিনা সইতেদুই চোখে আসে জল,খোদার কাছে প্রার্থনা ,এদেরকর প্রভু মঙ্গল।

দুই পাখি

দুইটি পাখি স্বাধীন ভাবেগাইতো মিষ্টি গান,গান তো নয় তাতে ছিলগভীর প্রেমের টান।

এমনি ভাবে দুইটি পাখিউড়তো বনে বনে,ডাকতো দুজন দুই জনাকেঅতি সরল মনে।

তাদের মধ্যে ছিলো কিন্তুঅতি গভীর টান,যদিও তাতে ছিলো কিছুনিরব অভিমান।

একটি পাখি হঠাৎ একদিনহারিয়ে গেলো বনে,অন্য পাখি খুঁজে বেড়াইগভীর বনে বনে।

খুঁজতে খুঁজতে পেরিয়ে গেলোবছর ঊনিশ কুড়ি।সত্যি বলছি তাদের মতোছিলো না আর জুড়ি।

পুরুষ পাখি খুঁজতে খুঁজতেহলো পাগল পারা,নিজের মনেই স্ত্রী পাখিকেবলত লক্ষ্মী ছাড়া।

দুঃখে বলত আমায় ছেড়েগেলি কোথায় রাণী !তোর জন্য আজও ফেলছিআমার চোখের পানি।

দেখতে দেখতে পাখির জীবনহয়তো হবে শেষ,তবুও কিন্তু রয়ে যাবেভালো বাসার রেশ।

মা

মাগো তোমার আঁচল তলেস্বর্গ খুঁজে পাই,মাগো তোমার মতো স্নেহকোথায় আমি পাই।

আমার জন্য সইলে তুমিদুঃখ কষ্ট জ্বালা,গর্ভে ধরে প্রসব করে,পরলে কষ্টের মালা।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

তবুও কিন্তু আমার তরেতোমার যতো স্নেহ,তোমার মতো পৃথিবীতে আর হবে না কেহ।

তুমি ছাড়া আমার জগৎঅন্ধকার আর জরা,তোমার পায়ের নিচে মাগোস্বর্গের সুখ ভরা।

স্বর্গ আমি খুঁজব কোথায়পথই যে চিনি না,তোমার পায়ের তলায় পেলাম স্বর্গের ঠিকানা।

জানি মাগো শুধতে নারবোতোমার কোনো ঋণ,তোমার স্নেহের কাছে মাগোসকল কিছুই দীন।

আমার দুঃখে জানি মাগোহও যে তুমি দুখী,আমার সুখে তোমার মাঝেবিশ্বের সুখ দেখি।

তোমার ভালোবাসার কাছেসবই তুচ্ছ হীন,কি করে মা শোধ করবতোমার একটু ঋণ ?

আজকে দেখি মাতৃজাতিবড়ই অসুরক্ষিত ,আজকে সারা বিশ্বে বাড়ছেমায়ের বুকে ক্ষত।

এই যুগে যে মায়ের জাতিনেই গো নিরাপদে ,পৃথিবী আজ ভরে গেছেহিংস্র শ্বাপদে।

গর্ভধারিণী মাকে কেউকোরোনা অবহেলা,তাকে দুঃখ দিলে পাবেজাহান্নামের জ্বালা।

সকল মা আজ পাক নানিজ নিজ সম্মান,মাকে কষ্ট দিয়ে কি কেউপেয়েছে পরিত্রাণ।

মাকে শ্রদ্ধা করে সবাইরাখো নিজ ঘরে,বৃদ্ধাশ্রমে পাঠালে তারদুঃখে হৃদয় ভরে।

রাসুল বলেন আগে তোমারমাকে শ্রদ্ধা কর,মাকে ভালোবেসে তাঁরহৃদয় প্রেমে ভরো।

তোমরা সবাই নিজ মাকেখুবই ভালোবাসো,ভালোবেসে মাকে ঘরেইজান্নাত নিয়ে এসো।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

ফাগুন

হারিয়ে গেল প্রবল শীতের রুক্ষতার ছোঁয়া,

গাছে গাছে লাগল বুঝি রঙিন ফাগুন হাওয়া।

পলাশ গাছে শিমূল গাছে মৌ টুসিরা নাচে,

পাগল হয়ে উড়ছে ভ্রমর আমের বকুল মাঝে।

ফুল ওলিদের মাঝে দেখি প্রেমের ঐক্যতান ,

বকুল গাছে গাইছে কোকিল মিষ্টি সুরে গান।

এসব দেখে আমার হৃদয় তোমার পানে ধায়,

তোমায় ছাড়া আমি একা বড় অসহায়।

তোমার সাথে ফাগুন রাতে গাইব প্রেমের গান,

তোমার স্নিগ্ধ প্রেমের ছোঁয়ায় জুড়াতে চাই প্রাণ।

শ্যাম বনানীর মাঝে দেখি তোমার মিষ্টি হাসি,

বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে, তোমায় ভালোবাসি।

গোলাপ বাগে তোমায় দেখি ফুলকলিদের মাঝে,

পলাশ ফুলে তোমায় দেখি নববধূর সাজে।

কল্পনাতে তোমার মুখে শুনি প্রেমের গান,

আবেগে তে মনটা ভরে, জুড়িয়ে যায় প্রাণ।

কল্পনাতে রক্ত গোলাপ গুঁজি তোমার চুলে,

জড়িয়ে তোমায় আদর করি কল্পনাতেই ভুলে।

সত্যি যেদিন তুমি প্রিয়া আসবে আমার দ্বারে,

বরণ করব তোমায় আমি কুন্দ ফুলের হারে।

© 2022, IRJEdT Volume: 04 Issue: 12 | Dec-2022